কালের কণ্ঠ

তারিখ 04 OCT 2013
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

### জাহাঙ্গীরনগর নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর হুঁশিয়ারি

# প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সর্বশেষ আইন প্রয়োগ হবে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ▶**

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না হলে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সর্বশেষ আইন প্রয়োগের যে সুযোগ রয়েছে, তা প্রয়োগে সরকার বাধ্য হবে। তিনি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, সহকর্মীকে জোর করে দাবি আদায়ের সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য নয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার কথা তুলে ধরে সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট তারানা হালিম শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান জানতে চান।

জবাবে শিক্ষামন্ত্রী আন্দোলনরত শিক্ষকদের আলোচনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আন্দোলনটি কিছুটা রাজনৈতিক এবং কিছুটা ব্যক্তিগত বলেই প্রতীয়মান হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে জিম্মি করার এ ধরনের জোর সংস্কৃতি-পদ্ধতিকে পরিহার করতে হবে। তিনি বলেন, 'শিক্ষকদের আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। কারণ তাঁরা জনগণের টাকায় পড়াশোনা করেছেন, এখন জনগণের টাকায় বেতন পান। সহকর্মীকে জোর করে দাবি আদায়ের সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শিক্ষকরা আমাদের পথপ্রদর্শক। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখছে?'

**দুই পক্ষই অনড় :** জাবি প্রতিনিধি জানান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষই অনড়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা অব্যাহত রয়েছে। সাধারণ শিক্ষক ফোরাম ও উপাচার্যের মুখোমুখি অবস্থানের কারণে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে জাবি।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষক ফোরাম। অন্যদিকে উপাচার্য অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন শিক্ষকদের স্বেচ্ছাচারিতার কাছে নত হয়ে পদত্যাগ করবেন না বলে জানিয়েছেন।

গতকাল তৃতীয় দিনের মতো ফোরামের শিক্ষকরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন। শিক্ষক ফোরামের এ অবস্থানের প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার রাত থেকে নিজের বাসভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের কাছাকাছি সস্ত্রীক অবস্থান নিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। গতকাল সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে হিংসামুক্ত ক্যাম্পাস ও রেজিস্ট্রারের অবরুদ্ধ অবস্থার অবসানের দাবি জানিয়ে সমাবেশও করেছে তারা।

সাধারণ শিক্ষক ফোরামের সদস্য সচিব কামরুল আহসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আমরা এ আন্দোলন থেকে সরে আসব না। তিনি পদত্যাগ না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট কমবে না, বরং বাড়বে। তাই তাঁর পদত্যাগই একমাত্র সমাধান।'

উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আন্দোলনকারী শিক্ষকদের এ ধরনের অযৌক্তিক ও অমানবিক আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট আরো বাড়াবে।'